কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার
ঢাকা। বর্ষ ১৭। সংখ্যা ১৭৪
১৬ জুলাই ২০২৬। ১ শ্রাবণ ১৪৩৩
www.kalerkantho.com

North South University Library

সাক্ষাৎকার

এনএসইউতে হাই পারফরম্যান্স কম্পিউটিং সেন্টার তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে

অধ্যাপক মো. সাজ্জাদ হোসেন
ডিন, স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্সেস (এসইপিএস)
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি

বিশ্বজুড়ে এআই বিপ্লব উচ্চশিক্ষায় কী ধরনের পরিবর্তন নিয়ে এসেছে বলে আপনি মনে করেন?

—এআইয়ের প্রভাবে উচ্চশিক্ষায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে বা আসবে। জেনারেল এডুকেশনের কথাই যদি ধরি, এসাইনমেন্টের জন্য লেখা বা অন্যান্য কাজ আর বাড়তি সময় খাটিয়ে করতে হচ্ছে না। এআই টুল এখন ব্যবহার করে অনেক দ্রুততার সঙ্গে কাজগুলো করা যায়। এই পরিবর্তনের সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে এআই পলিসি তৈরি করা দরকার। এআই ব্যবহার করা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের বিরত রাখা সম্ভব নয়; বরং এআই টুলগুলোকে ব্যবহার করে আমার শিক্ষা ব্যবস্থাকে কিভাবে আরো উন্নত করা যায় সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমরা এ বিষয়ে এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছি। আশা করছি, এআই কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে ভালো কিছুই করা যাবে।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এআই যুগের জন্য কতটা প্রস্তুত?

—এআইয়ের সঠিক ব্যবহারের জন্য আমাদের প্রস্তুতি চলছে। এই প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের জন্য কয়েকটি জিনিস প্রয়োজন, এর মধ্যে একটি এআই ট্যালেন্ট বা দক্ষ জনশক্তি। ট্যালেন্ট আমাদের আছে, কিন্তু ঠিকমতো কাজে লাগানো যাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, আমাদের এআই অবকাঠামো (ইনফ্রাস্ট্রাকচার) প্রয়োজন। সেদিক দিয়ে আমরা এখনো প্রস্তুত নই। এআই ব্যবহার করতে অনেক কম্পিউটিং পাওয়ার লাগে। আমাদের শক্তিশালী এআই ক্লাউড কম্পিউটিং সক্ষমতা নেই। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সার্ভার কেনা হয়েছে; কিন্তু সেগুলো যথেষ্ট নয়। গবেষকরা তাই বাইরের ইউনিভার্সিটির সঙ্গে কোলাবরেট করে তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইউজ করছে। আমাদের মেশিন ইন্টেলিজেন্স ল্যাবের গবেষকরা গত বছর (২০২৫) এআই ট্রেনিংয়ের জন্য শুধু ক্লাউডের পেছনেই ব্যয় করেছে ৭০ হাজার ডলার (প্রায় ৮৫ লাখ টাকা)। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ একক কাজের জন্য ব্যয় করার চেয়ে নিজস্ব এআই সার্ভারে বিনিয়োগ করা শ্রেয়। আমরা এনএসইউতে হাই পারফরম্যান্স কম্পিউটিং সেন্টার তৈরির উদ্যোগ নিয়েছি এবং প্রায় ৯ কোটি ১০ লাখ টাকার বাজেট অ্যাপ্রুভ করা হয়েছে। নর্থ সাউথের সবাই এটি ব্যবহার করতে পারবে।

এআইয়ের প্রভাবে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো কোর্সের প্রয়োজনীয়তা কি ফুরিয়েছে?

—এআইয়ের প্রভাবে কাজের ধরন বদলাবে। তবে যারা ম্যাথ, ফিজিকস বা প্রবলেম সলভিংয়ে ভালো, তাদের জন্য অবশ্যই চাকরির বাজারে চাহিদা রয়েছে। এআই কোড জেনারেট করছে তাই সফটওয়্যার তৈরি ও ব্যবহারের প্রক্রিয়া বদলে যাচ্ছে। এআই কাজে লাগিয়ে কয়েক বছরের সফটওয়্যার ডেভেলাপমেন্ট কয়েক মাসে সম্ভব, ফলে ডিজিটাইজেশন ও অটোমেশনের হার আগামী দুই থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে অনেক বাড়বে। লো-লেভেল বা মিডিয়াম লেভেলের কাজের পরিমাণ কমবে; কিন্তু যারা স্মার্ট হয়ে অ্যাডপ্ট করতে পারবে, তাদের জন্য সুযোগ সব সময়ই থাকবে।

আগামী পাঁচ থেকে ১০ বছরে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা খাতে কারিকুলাম বা টিচিং মেথডে কী কী পরিবর্তন আসতে পারে?

—কম্পিউটার সায়েন্স পড়ার মানসিকতা হয়তো একটু কমতে পারে। তবে অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং যেমন ট্রিপল-ই (ইইই) বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ায় আগ্রহ বাড়তে পারে। আমরা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যায়ে স্পেশালাইজড আন্ডারগ্রেড প্রোগ্রাম শুরু করতে চাচ্ছি, যেমন—সাইবার সিকিউরিটি এবং এআই অ্যান্ড রোবটিকস ইঞ্জিনিয়ারিং। ব্যাবসায়িক শিক্ষার ক্ষেত্রেও কোর্সগুলো হবে আরো ডাটা ড্রিভেন। যারা দ্রুত অ্যাডপ্ট করতে পারবে, তারা ভালো করবে। আমাদের এখন ট্রু এআই ব্যবহার করা হচ্ছে না, তবে অটোমেশন হচ্ছে। আমি বিদেশের একটি ইউনিভার্সিটিতে দেখেছি তারা পুরোপুরি পেপারলেস হয়ে গেছে। এআই তাদের ডে-টু-ডে ডিসিশনগুলো নিয়ে নিচ্ছে (যেমন—লিভ অ্যাপ্লিকেশন চেক করা)। যখন এআই ডিসিশন মেকিংয়ে সাহায্য করবে তখন আপনি বলতে পারেন, সত্যিকার অর্থেই এআই ইন্টিগ্রেট হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের এআই ব্যবহারের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে কি না?

—এআই ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে; কিন্তু সঠিক ব্যবহার এখনো তেমন হচ্ছে না। শুধু অ্যাসাইনমেন্ট সলভ করার জন্য না; বরং শিক্ষার জন্য এআই এর সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হবে। বেসিক লার্নিংটা থাকতে হবে, তারপর রিপোর্ট রাইটিং বা প্রসেস ফাস্ট করার জন্য এআই ইউজ করা যেতে পারে। যেমন আমি নিজে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বানানোর সময় এআই এর সঙ্গে কথা বলে ফ্লো ঠিক করে নিয়েছি। আমি এআইয়ের প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি না, আই এম ক্রিয়েটিং মাই প্রেজেন্টেশন ইউজিং এআই।

অতিরিক্ত এআইনির্ভরতা বা সৃজনশীলতা কমে যাওয়া ঠেকাতে কি নীতিমালা প্রয়োজন?

—কাজের প্রক্রিয়া বদলে যাওয়ার ফলে সৃজনশীলতা একটু কমতে পারে। কেননা নিজে থেকে গবেষণা না করে শুধু এআইকে প্রশ্ন করলেই অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের ক্রিয়েটিভিটির দিকে বেশি মনোযোগ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, এআই সব সময়ই পুরনো তথ্য থেকে সমাধান তৈরি করে। একেবারে নতুন কোনো সমস্যার সৃজনশীল সমাধান এটি দিতে পারে না। কেননা এ বিষয়ে পূর্বের তেমন কোনো ডাটা থাকে না। এ ক্ষেত্রে সৃজনশীল সমাধান বের করার জন্য মানুষ প্রয়োজন। নীতিমালা বদলে হলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ধরে রাখতে হবে।

আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি অনেকটা মুখস্থবিদ্যানির্ভর। সে ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন দরকার?

—এখনকার যুগে তথ্য মেমোরাইজ করে রিট্রিভ করার দরকার নেই। বিসিএস বা অন্যান্য পরীক্ষায় জেনারেল নলেজ বা ফর্মুলা মুখস্থ করার প্রথা বদলাতে হবে। পরীক্ষার সময় প্রবলেম এবং ফর্মুলা দুটোই দিয়ে দেওয়া উচিত, যাতে স্টুডেন্টের অ্যানালিটিক্যাল এবিলিটি যাচাই করা যায়। আমাদের মূল্যায়ন ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সিম্বেসাইজ করা এবং পাজল সলভিং-এর দিকে ফোকাস করতে হবে।

▷ সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এস এম তাহমিদ